বাংলার টাকা আটকে কেন, সরব তৃণমূল

ডাবল ইঞ্জিন রাজ্যের ভুয়ো জব কার্ডের তথ্য জানিয়ে ফাঁপরে, ডিগবাজি সাধ্বীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি: সংসদে নিজেই জানিয়েছেন তথ্য। আর এখন তা অস্বীকার করছেন গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি। ২৪ ঘণ্টাও কাটেনি, ডিগবাজি মোদি সরকারের। তবে কি চাপে পড়ে? গুজরাত, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, অসমের মতো ডাবল ইঞ্জিন রাজ্যে ১০০ দিনের কাজের 'ভুয়ো জব কার্ডে'র সরকারি তথ্য প্রকাশ হয়ে যাওয়াতেই প্রবল অস্বস্তিতে কেন্দ্র। তৃণমূল প্রশ্ন তুলেছে, বাংলায় ভুয়ো কার্ডের কথা বলে টাকা আটকে রাখা হলে ডাবল ইঞ্জিন রাজ্যে কেন নয়? কেন নয় সিবিআই, ইডির তদন্ত?

মঙ্গলবার তৃণমূল এমপি দীপক অধিকারী (দেব)-র এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি সংসদে জানিয়েছিলেন, বছর বছর বেড়েছে ১০০ দিনের কাজে 'ফেক জব কার্ড'। গত দু' বছরে গুজরাতে ১০০ দিনের কাজে ভুয়ো জব কার্ড ধরা পড়েছে ৬ হাজার ২০৮। উত্তরপ্রদেশে ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার ৪০১। অসমে ১১ হাজার ১৪৪। মধ্যপ্রদেশে ১ লক্ষ ২৩ হাজার ৬৮। যা নিয়ে সরব হয়েছে তৃণমূল। বিরোধীরা প্রশ্ন তোলায় ফাঁপরে পড়ে যান মন্ত্রী।

বুধবার সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে ভুয়ো জব কার্ডের ব্যাপারে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হতেই অবশ্য বয়ান বদলালেন সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি। নিজের দেও[illegible]খে তাঁর চক্ষু চড়কগাছ! এ কী করে সম্ভব! সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠা[illegible]র আধিকারিকদের। নির্দেশ দিলেন এই তথ্য বদলে ফেলতে হবে। গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিংকেও এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'কী তথ্য আমি জানি না। পুরনো কোনও হিসাব হবে হয় তো।' বিতর্ক এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন তিনিও। বাংলার বকেয়া ইস্যুতে মন্ত্রী বলেন, 'যতক্ষণ না নিয়ম মানবে, ততক্ষণ টাকা মিলবে না।' অবশ্য পাল্টা প্রশ্ন তোলেন লোকসভায় তৃণমূলের নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। সংসদের বাইরে তিনি বলেন, বিজেপি শাসিত রাজ্যে ভুয়ো জব কার্ডের জন্য কেন যাবে না কেন্দ্রীয় টিম? কেন হবে না ইডি, সিবিআই তদন্ত?

১০০ দিনের কাজ এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় কেন্দ্রের কাছ থেকে সুদ সমেত বকেয়া আদায় করেই ছাড়ব বলে দিল্লির যন্তরমন্তরে হুঙ্কার দিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেকথা মাথায় রেখেই রাজ্যসভায় সরকারকে চেপে ধরেন তৃণমূল এমপি জহর সরকার। কেন্দ্রের কাছে তিনি জানতে চান বাংলার যে টাকা বকেয়া, সুদ সহ তা কবে দেওয়া হবে? জবাবে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিং জানিয়েছেন, রাজ্য নিয়ম না মানায় ২০২২ সালের ৯ মার্চ থেকে ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ। ১০০ দিনের কাজে ৫ হাজার ৫৫৩ কোটি টাকা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (গ্রামীণ) ৮ হাজার ৪১৪ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা বাংলার বকেয়া রয়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্র।